হীরের আংটি

রাজা ভর্তৃহরি মন্ত্রীর হাতে একটি হীরের আংটি দিয়ে বললেন —
আপনি ছদ্মবেশে বাজারে গিয়ে
এই আংটিটার প্রকৃত দাম যাচাই করে আসুন;

মন্ত্রী যথা সময়ে বাজার থেকে ফিরে এসে বললেন —
মহারাজ, প্রথমে এক আলুওয়ালাকে এটি দেখালাম;
সে বললে, এক টাকা দিতে পারি, এক মন আলুর দাম।
তার পরে দেখালাম এক মুদিকে, সে দেখে বললো,
পাঁচ টাকা দিতে পারি, এক মন তেলের দাম।
সব শেষে দেখালাম এক জহুরীকে, সে দেখে বললো
এর দাম তো অনেক, তবে আমি এক লক্ষ টাকা দিতে পারি;
তোমার মালিককে জিজ্ঞাসা কোরে এস, তিনি রাজী হোলে
এটি আমি কিনে নেবো। এবারে আপনি বলুন মহারাজ,
এই জহুরীর কাছেই এটি বিক্রী করে আসবো?
ভর্তৃহরি বললেন না ওটি রেখে দিন কোষাগারে —
সঠিক মূল্য পেলেই ওটি বিক্রী কোরে দেবো।

আমারও কাছে একটি হীরের আংটি, যেটি বিক্রী করতে চাইছি।
আমি অনেক আলুওয়ালাকে দেখিয়েছি, মুদিকেও দেখিয়েছি;
কিন্তু প্রকৃত কোনো জহুরীর দ্যাখা পাইনি আজও।
রাজা ভর্তৃহরি বেঁচে থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম —
মহারাজ, কাকে দেখাবো আজ আমার এই হীরের আংটি?
এবং জিজ্ঞাসা করতাম — মহারাজ, আপনার সেই
বহুমূল্য হীরের আংটিটার নাম ছিলো কি 'ভট্টিকাব্য'?
পরবর্তীকালে যার উপযুক্ত মূল্য আপনি পেয়েছিলেন?

প্রফুল্ল কুমার দত্ত